কালের কণ্ঠ

তারিখ ... ২৩/৪/১৪ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষামন্ত্রীর পিএস-এপিএসের কব্জায় প্রকল্পের গাড়ি

আঞ্চলিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের স্কুল পরিদর্শন ব্যাহত

শরীফুল আলম সুমন ▶ আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের জন্য একটি প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দ করা বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহার করছেন শিক্ষামন্ত্রীর পিএস ও এপিএস। ৯টি আঞ্চলিক অফিসের মধ্যে তিনটি থেকে গাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। ওই তিনটি আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের আগের পুরনো গাড়িগুলো মূলত অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নতুন গাড়ির সঙ্গে চালকরাও চলে গেছেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চল থেকে। এ অবস্থায় গাড়ি ও চালকের অভাবে আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা ঠিকমতো স্কুল পরিদর্শনে যেতে পারছেন না। গাড়িগুলো ফেরত পেতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরে আবেদন করেও কোনো ফল পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তারা। মন্ত্রীদের পিএস-এপিএসরা আইন অনুযায়ী গাড়ি বরাদ্দ পান না। কিন্তু বেশির ভাগ মন্ত্রীর পিএস-এপিএস ব্যবহার করছেন ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

শিক্ষামন্ত্রীর পিএস-এপিএসের ———

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বিলাসবহুল সরকারি গাড়ি। মন্ত্রীর কাজে সহযোগিতার কথা বলে তাঁরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য বরাদ্দ করা গাড়ি নিজেদের কব্জায় নেন এবং ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন। এভাবে মন্ত্রীর পিএস-এপিএসরা গাড়ি ব্যবহার করতে পারলেও অনেক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবেরও গাড়ি নেই।

জানা যায়, আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস থেকে নিয়ে আসা পাজেরো গাড়িগুলোর মধ্যে একটি ব্যবহার করছেন শিক্ষামন্ত্রীর পিএস নাজমুল হক খান। অন্যটি ব্যবহার করছেন এপিএস মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ; যদিও নাজমুল হক খান সম্প্রতি এসেছেন। আগে যিনি ছিলেন তিনিও গাড়িটি ব্যবহার করতেন। আর মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ বেশ কিছুদিন ধরে গাড়িটি ব্যবহার করছেন। আরেকটি গাড়ি তুলে আনা হলেও তা কে ব্যবহার করছেন, তা জানা যায়নি। এ ছাড়া সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের (টিটিসি) একটি মাইক্রোবাসও ব্যবহার করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রীর পিএস নাজমুল হক খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি মাসখানেক হয় এসেছি। আমার আগে যিনি ছিলেন তিনি এই গাড়িটি ব্যবহার করতেন, আমিও করছি।' নিয়ম অনুযায়ী গাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার কথা কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, পাওয়ার কথা।' গাড়িটি পরিবহন পুল থেকে বরাদ্দ পেয়েছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার জানা নেই।'

শিক্ষামন্ত্রীর এপিএস মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ দেশের বাইরে থাকায় এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মাউশি সূত্রে জানা যায়, বিশ্বব্যাংকের সাহায্যপুষ্ট টিচার্স কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট (টিকিউআই) প্রকল্পের আওতায় সাত বছর আগে দেশের ৯টি আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের উপপরিচালকদের স্কুল পরিদর্শনের জন্য মিৎসুবিশি আউটল্যান্ডার-২৫০০ সিসির ৯টি পাজেরো কেনা হয়। প্রতিটি গাড়ির বর্তমান বাজারমূল্য কোটি টাকার বেশি। ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশাল অঞ্চলে এই ৯টি গাড়ি দেওয়া হয়। এ ছাড়া একই প্রকল্পের অধীনে দেশের ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের (টিটিসি) জন্য ১৪টি মাইক্রোবাসও কেনা হয়। এসব গাড়ির বেশির ভাগই বেহাত হয়ে গেছে।

জানা যায়, রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং বরিশাল আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের তিনটি নতুন গাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। এর বদলে এসব অফিসের আগের পুরনো নিশান গাড়িগুলো মেরামত করে কাজ চালাতে বলা হয়েছে।

ময়মনসিংহ আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের উপপরিচালক এ কে ফজলুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পুরনো নিশান গাড়িটি খুবই জরাজীর্ণ। প্রতিদিনই একবার না একবার গ্যারেজে ঢোকাতে হয়। খরচও অস্বাভাবিক। এই গাড়ি নিয়ে দূরে কোথাও যাওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না। আর ড্রাইভারই তো নেই। এত বড় অঞ্চল গাড়ি ছাড়া কাভার করা খুবই কষ্টকর। অথচ আমার এই অফিসের নতুন গাড়িটিই নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমি এ গাড়িটি ফেরত পেতে মাউশির মহাপরিচালক বরাবর আবেদনও করেছি। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। গাড়ির অভাবে আমাদের কাজকর্ম চরমভাবে বিঘ্ন হচ্ছে।'

বরিশাল আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের উপপরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পুরনো গাড়ি জোড়াতালি দিয়ে কোনো রকমে চালাচ্ছি। চেসিস নষ্ট হয়ে গেছে। আর কিছুদিন পর হয়তো এটি আর চালানো সম্ভব হবে না। স্কুল পরিদর্শনকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক স্থানেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারি না। সম্প্রতি পিরোজপুরে যাওয়ার মাঝপথে গাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। পরে বাধ্য হয়ে সেখানেই গাড়ি রেখে বাসে করে ফিরে আসতে হয়। অথচ এখানকার জন্য বরাদ্দকৃত পাজেরোটি নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

রাজশাহী আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের উপপরিচালক ড. শারমিন ফেরদৌস চৌধুরী হ্যাপী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি ২০১২ সালের নভেম্বরে এখানে যোগদান করেছি। এখানে এসে পুরনো নিশান গাড়িটি পেয়েছি। এটি দিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে।'

এসব বিষয়ে মাউশির উপপরিচালক (সাধারণ প্রশাসন) মো. শফিকুল ইসলাম সিদ্দিকি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আঞ্চলিক অফিসে একাধিক গাড়ি থাকায় গাড়িগুলো নিয়ে আসা হয়েছে। অফিসের প্রয়োজন হলে তো আনতেই হবে। তবে আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসে যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে অবশ্যই ফেরত পাঠানো হবে। আমার জানামতে, যে গাড়িগুলো সেখানে আছে, তা পুরনো হলেও সচল। আর নতুন গাড়ি ফেরত চেয়ে কেউ আবেদন করেছে বলে আমার জানা নেই।' টিকিউআই প্রকল্পের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'প্রকল্পের প্রথম ফেজের আওতায় গাড়িগুলো কেনা হয়েছিল। কারণ আমরা প্রকল্প শুরু করতে গিয়ে দেখি, মাঠপর্যায়ে যারা বিদ্যালয় দেখভাল করবেন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করবেন তাঁদের চলাচলেরই তেমন ব্যবস্থা নেই। যে গাড়িগুলো আছে, তা একেবারে ভাঙাচোরা। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই কাঁচা রাস্তায় চলাচলের উপযোগী মিৎসুবিশি আউটল্যান্ডার-২৫০০ সিসির পাজেরোগুলো কেনা হয়েছিল। প্রথম ফেজের কাজ শেষ হয়ে গেলেও গাড়িগুলো আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসেই থেকে যাওয়ার কথা। কারণ তাদের কাজের জন্যই গাড়িগুলো কেনা হয়েছিল। আর দ্বিতীয় ফেজের কাজও তো চলছে। কিন্তু এমন পর্যায় থেকে গাড়িগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে। তাদের বিষয়ে আমাদের কিছু বলাও সম্ভব নয়।'